৫. তুর্কী বিজয়ের ফলাফল

১১৯২ খ্রীঃ-এর তরাইনের যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরীর জয় ভারতীয় ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লীর ওপর তুর্কী আধিপত্য স্থাপিত হলে সুবিস্তীর্ণ গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চল তুর্কী আগ্রাসনের সামনে উন্মুক্ত হয়। আজমীরের পতনের ফলে রাজপুতানাতেও তুর্কী আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। গজনীর সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের পেছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না, ছিল ধনসম্পদ লুণ্ঠনের আগ্রহ। কিন্তু মহম্মদ ঘুরী ভারতে স্থায়ী তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়েই তরাইনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সেই কারণে তুর্কী বিজয় উত্তরভারতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করে।

খ্রীঃএকাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতের বহুরাষ্ট্রিক ব্যবস্থার এখন অবসান হয়। পরস্পর বিবদমান রাজপুত রাজ্যগুলির স্থলে অসীম ক্ষমতার অধিকারী তুর্কী সুলতানগণ এক কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। আঞ্চলিক আধা-স্বাধীন সামন্তরাজগণ নতুন ব্যবস্থায় স্থান পায়নি। ইক্তা ব্যবস্থার দ্বারা সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। উত্তরভারতের প্রধান শহর ও রাজপথগুলি দিল্লীর অধীনে আসে। সর্বভারতীয় চাকরী, সুলতান কর্তৃক উচ্চপদস্থ আমলাদের নিযুক্তি, বদলি, পদোন্নতি, বরখাস্ত, সুলতান-আমলা আলোচনা ও পরামর্শ-এই ধারণা ও ব্যবস্থাগুলি গড়ে ওঠে।

খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দী নাগাদ বহিঃএশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। হিন্দু সমাজ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে ও তার প্রাকৃতিক পরিসীমা বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে এই অন্তর্মুখিনতার অবসান হয়। মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার নিকটতম অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

মহম্মদ হাবিব মন্তব্য করেছেন তুর্কী বিজয়ের ফলে নগরবিপ্লব সংগঠিত হয়। রাজপুত যুগের জাতিভিত্তিক নগরগুলি এখন সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। তুর্কী শাসকগণ নাগরিক জীবন ও সামাজিক বিভাজনে বর্ণব্যবস্থাকে স্থান দেননি। শ্রমিক, কারিগর, হিন্দু-মুসলমান, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, নতুন নগরে সকলেরই স্থান হয়। পাটলিপুত্র, কনৌজ ও উজ্জয়িনীর মতো প্রাচীন নগরগুলি তাদের মর্যাদা হারায়। সমাজের অধিকারহীন শ্রেণী তুর্কী সরকারের সহযোগিতায় নতুন নগর পত্তন করে। প্রথম যুগের তুর্কী সরকারের শক্তি নিহিত ছিল এই নগরগুলিতে। নতুন চরিত্রের নগরগুলির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল দিল্লী।

তুর্কীশাসনে ভারতীয় বাহিনীর নিযুক্তি, পরিচালন পদ্ধতি ও সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়। বর্ণ, ধর্ম, নির্বিশেষে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শীদের সেনাবাহিনীতে নিযুক্তি শুরু হয়। মধ্যএশিয় রণকৌশল ভারতে প্রচলিত হয়। পদাতিকদের স্থান গ্রহণ করে অশ্বারোহী। এই পুনর্গঠিত ভারতীয় বাহিনীই মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেছিল।

রাজপুতযুগে শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে বা অন্যত্র ভাষা ব্যবহারে কোনো সমতা ছিল না। বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক ভাষার প্রাধান্য ছিল। তুর্কী শাসকগণ প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সর্বত্র ফার্সী ভাষা ব্যবহার শুরু করেন। শাসনতান্ত্রিক ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় এই ব্যবস্থা সফল হয়। একই আইন ও করব্যবস্থা এবং মুদ্রামানে সমতা আসায় ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম হয়।

খালিক আহমেদ নিজামী মন্তব্য করেছেন, খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতীয় পরিস্থিতি অনুধাবন করলে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী হয় যে বর্ণভেদ ও স্পর্শদূষণ, এই দুই প্রথা দেশের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে রেখেছিল। ফলে সামাজিক অস্থিরতা ও রাজনৈতিক অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে। তুর্কী বিজয় এই ব্যবস্থাকে আঘাত করে। এই ব্যবস্থার শিকার তথাকথিত অন্ত্যজগণ তুর্কী শাসনকে সহজেই মেনে নেয়। ভারতীয়রা প্রতিরোধ করলে ঘুরীরা ভারতের এক ইঞ্চি জমির ওপরও অধিকার বজায় রাখতে পারত না।